গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর
বেসরকারি কলেজ শাখা
www.dshe.gov.bd
ঢাকা

স্মারক নম্বর: ৩৭.০২.০০০০.১০৫.২৭.০২০.১৯.৮৩

তারিখ: ২৭ মাঘ ১৪২৮
১০ ফেব্রুয়ারি ২০২২

বিষয়: **লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি আহমেদিয়া কলেজের অধ্যক্ষের দুর্নীতি, অনিয়ম, স্বজনপ্রীতি, স্বেচ্ছাচারিতা ও খামখেয়ালীপনার বিরুদ্ধে অভিযোগের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ।**

দুর্নীতি দমন কমিশন, ঢাকার এর স্মারক নং ০০.০১.০০০০.৫০৩.২৬.১০৪.২১-২৭৬১১, তারিখ-১৪/১০/২০২১খ্রি. মোতাবেক লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি আহমেদিয়া কলেজের অধ্যক্ষের দুর্নীতি, অনিয়ম, স্বজনপ্রীতি, স্বেচ্ছাচারিতা ও খামখেয়ালীপনার বিরুদ্ধে অভিযোগের বিষয়ে বিধিমতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন।

অভিযোগরে বর্ণনা: লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি আহমেদিয়া কলেজের অধ্যক্ষের দুর্নীতি, অনিয়ম, স্বজনপ্রীতি, স্বেচ্ছাচারিতা ও খামখেয়ালীপনার বিষয়ে এলাকাবাসীর পক্ষে জনাব মো: নোমান, নয়ন দাস, শিপ্র রানী প্রমুখ অভিযোগ করেন।

বর্ণিত বিষয়টি সরেজমিনে তদন্ত পূর্বক সুস্পষ্ট মতামতসহ ১৫(পনেরো) কর্মদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য পরিচালক ও সহকারী পরিচালক (কলেজ), মাউশি, আঞ্চলিক কার্যালয়, কুমিল্লাকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনায় মতামতঃ

তদন্তকালে রামগতি আহমেদিয়া কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ জনাব জামসেদা জাং চৌধুরীর লিখিত ও মৌখিক বক্তব্য, রামগতি আহমেদিয়া কলেজের ১৫ জন শিক্ষক, ইংরেজি বিষয়ের প্রভাষক জনাব তাপস চন্দ্র দাস, অফিস সহকারী, গভর্ণিং বডির সভাপতি ও সদস্য, বর্তমান ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জনাব মোঃ শাহজাহান আলী, ১৯ জন শিক্ষার্থীর লিখিত ও মৌখিক বক্তব্য পর্যালোচনা করা হয়েছে। একই সাথে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ কর্তৃক সরবরাহকৃত বছর ভিত্তিক আদায়কৃত অর্থের আয় ও ব্যয় বিবরণী, সংশ্লিষ্ট ব্যয় ভাউচার (আংশিক), ব্যাংক বিবরণী, অর্থ আদায়ের কিছু রশিদ, সংশ্লিষ্ট প্রমাণক হিসাবে দাখিলকৃত গভর্নিং বডির রেজুলেশন, কলেজের কলামনার ক্যাশ বহিঃ, নিয়োগ সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র, শিক্ষক হাজিরা বহিঃ(আংশিক), বিভিন্ন প্রত্যয়নপত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশনে দাখিলকৃত অভিযোগের বিষয়বস্তুর আলোকে ২০১৬ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত বছরগুলোকে বিবেচনায় এনে তদন্ত কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। দাখিলকৃত অভিযোগ পত্রে অভিযোগকারীদের ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর না থাকায় তাদের অস্তিত্ব চিহ্নিত করা যায় নি বিধায় অভিযোগকারীদের বক্তব্য নেওয়া যায় নি। সংশ্লিষ্ট সকলের লিখিত ও মৌখিক বক্তব্য, দাখিলকৃত রেকর্ডপত্র যাচাই ও বিশ্লেষণ করে তদন্ত কমিটির মতামত হচ্ছে নিম্নরূপঃ

১। ২০১৬ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা পরিচালনা বাবদ শিক্ষার্থীদের নিকট হতে শিক্ষা বার্ডে কর্তৃক নির্ধারিত সেন্টার ফী আদায় করা হয়েছে এবং আদায়কৃত ফী পরীক্ষা পরিচালনা বাবদ ব্যয়, কক্ষ প্রত্যবেক্ষকদের সম্মানি সহ পরীক্ষা পরিচালনা কমিটির সকল সদস্যদের মধ্যে পারিশ্রমিক/ সম্মানি হিসাবে ব্যয় করা হয়েছে। পরীক্ষা পরিচালনা ব্যয় নির্বাহের পর অবশিষ্ট টাকা সাবেক অধ্যক্ষ জনাব জামসেদা জাং কর্তৃক আত্নসাতের বিষয়টি প্রমাণিত হয় নি।

২। শিক্ষার্থীদের নিকট হতে ভর্তি ফরম বিক্রি এবং অনলাইন খরচ বাবদ অর্থ আদায়ের কোন প্রমাণাদি পাওয়া যায় নি।

৩। ২০১৬ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের নিকট হতে অতিরিক্ত ক্লাস নেওয়ার জন্য শিক্ষার্থী ও

অভিভাবকদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে অর্থ আদায় করা হয়েছে। উক্ত অর্থ অতিরিক্ত ক্লাস নেওয়ার জন্য শিক্ষক ও কর্মচারীদের বন্টন করা হয়েছে। বন্টন তালিকা পর্যালোচনায় দেখা যায় শিক্ষকদের কেবল ৪০০০/৫০০০ টাকা করে বন্টন করা হয়েছে এটি সঠিক নয় বরং আরো বেশি টাকা পারিশ্রমিক হিসাবে বন্টন করা হয়েছে। তবে কর্মচারীদেরকে ১০০০/= টাকা করে বন্টন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে অধিকাংশ অর্থ সাবেক অধ্যক্ষ জনাব জামসেদা জাং কর্তৃক আত্নসাতের বিষয়টি সঠিক নয়।

৪। কলেজের মৎস্য পুকুরটি গভর্নিং বডির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খোলা ডাকের মাধ্যমে লীজ না দিয়ে শিক্ষক পরিষদের অনুরোধে শিক্ষক-কর্মচারীদের সমবায় ভিত্তিতে চাষের জন্য বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে গভর্ণিং বডির সিদ্ধান্ত মানা হয় নাই।

৫। মুভমেন্ট রেজিষ্টার ও শিক্ষক হাজিরা খাতা ,শিক্ষক-কর্মচারীদের বক্তব্য পর্যালোচনায় সাবেক অধ্যক্ষ জনাব জামসেদা জাং চৌধুরী প্রতি মাসে কেবল ৮/১০ দিন কলেজে উপস্থিত থাকতেন সঠিক বলে প্রতীয়মান হয় নাই।

৬। রামগতি বাজারে অবস্থিত কলেজের টিনশেড দোকানঘর গভর্ণিং বডির সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকাশ্য নিলাম ডাকের মাধ্যমে বিক্রি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এক্ষেত্রে প্রকাশ্য নিলাম ডাকের প্রক্রিয়া যথাযথ অনুসরণ করা হয় নাই।

৭। গভর্ণিং বডির সভাপতি জনাব ওয়াহেদ মিয়া অধ্যক্ষ জনাব জামসেদা জাং চৌধুরীর স্বামী এটি সত্য। তবে গভর্ণিং বডি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক যথাযথ প্রক্রিয়ায় অনুমোদিত হয়েছে।

৮| রামগতি আহমেদিয়া কলেজের অফিস সহকারী কাম ক্যাশিয়ার অবসর গ্রহণের পরেও তাকে গভর্ণিং বডির সিদ্ধান্তের আলোকে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এমপিও নীতিমালা-২০১৮/২০২১ অনুসারে কলেজের নিজস্ব তলবিল থেকে এ ধরণের নিয়োগের সুযোগ রয়েছে। তবে দীর্ঘ সময় ধরে একজনকে অফিস সহকারী কাম ক্যাশিয়ার এর মতো অস্থায়ী নিয়োগ অব্যাহত রাখা সমীচীন নয়।

৯। ইংরেজি বিষয়ের প্রভাষক জনাব তাপস চন্দ্র দাস ভারতে যাওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি।

১০। কলেজের বিভিন্ন খাত থেকে আদায়কৃত অধিকাংশ অর্থ নগদ হাতে রেখে ব্যয় করা হয়েছে। আদায়কৃত স্বল্প পরিমাণ অর্থ ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়েছে।

১১। পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়ের প্রভাষক জনাব মোঃ ইসমাইল এর নিয়োগ যথাযথ আছে এবং জনাব মোঃ ইসমাইল এর লিখিত ও মৌখিক বক্তব্য থেকে এটি প্রতীয়মান হয় না যে তাঁর কাছ থেকে ৯০,০০০/= টাকা আদায় করা হয়েছে।

১২। শিক্ষার্থীদের নিকট হতে পরিচয় পত্র বাবদ ১০০/= টাকা করে আদায় করা হয়েছে এবং পরিচয় পত্র তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু পরিচয় পত্র বাবদ কত টাকা আদায় করা হয়েছে, কয়টি পরিচয় পত্র তৈরি করা হয়েছে এবং কত জনের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে এ সকল তথ্য কলেজ কর্তৃক সরবরাহ করা হয়নি।

১৩। সকল যাতায়ত ভাউচার পর্যালোচনায় বলা যায় অধ্যক্ষ জনাব জামসেদা জাং চৌধুরী অতিরিক্ত যাতায়ত ভাউচার করে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করেন নাই।

১৪। ২০১৬ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত উপবৃত্তির জন্য শিক্ষার্থী মনোনয়ন গভর্ণিং বডির অনুমোদনের মাধ্যমে করা হয়েছে। এতে অনিয়ম হয়েছে এটি প্রতীয়মান হয় না ।

১৫। কলেজের বিভিন্ন ধরণের ব্যয়ের ক্ষেত্রে ভ্যাট ও আয়কর কর্তন করা হয় নাই। কলেজের স্থায়ী ক্রয় কমিটি ও অর্থ কমিটি পরিলক্ষিত হয় নি।

১৬। কাবিখা ও কাবিটা প্রকল্পের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রকল্প কমিটির মাধ্যমে কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। প্রকল্প কমিটির সকল সম্মানিত সদস্য ও স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের প্রত্যয়নপত্র পর্যালোচনায় বরাদ্দকৃত অর্থ সঠিক ভাবে ব্যয় না হওয়ার বিষয়টি প্রতীয়মান হয় না।

এমতাবস্থায়, বর্ণিত বিষয়ে তদন্ত কমিটির পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও মতামতের বিষয় ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য ০৩(তিন) কর্ম দিবস সময় দিয়ে অধ্যক্ষকে পত্র প্রেরণ করা এবং যথা সময়ে জবাব/ ব্যাখ্যা দেয়ার জন্য পত্র দেয়া যেতে পারে ; যথা সময়ে জবাব প্রেরণ না করলে তার কোন জবাব নেই বলে ধরে নেয়া হবে।

এ বিষয়ে গভর্নিং বডির সভাপতিকে ০৩(তিন) কর্মদিবস সময় দিয়ে মতামত প্রদান করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

১০-২-২০২২
মোঃ আবদুল কাদের
সহকারী পরিচালক

বিতরণ :

১) অধ্যক্ষ, রামগতি আহমেদিয়া কলেজ, লক্ষ্মীপুর

২) সভাপতি, গভর্নিং বডি, রামগতি আহমেদিয়া ডিগ্রি কলেজ, লক্ষ্মীপুর।

স্মারক নম্বর: ৩৭.০২.০০০০.১০৫.২৭.০২০.১৯.৮৩/১(২)

তারিখ: ২৭ মাঘ ১৪২৮
১০ ফেব্রুয়ারি ২০২২

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) পরিচালক, পরিচালক (দৈনিক ও সাম্প্রতিক অভিযোগ সেল), দুর্নীতি দমন কমিশন

২) সহকারী পরিচালক, সাধারণ প্রশাসন শাখা , মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর

১০-২-২০২২
মোঃ আবদুল কাদের
সহকারী পরিচালক